পশ্চিমবঙ্গের পাঠকবর্গ ও রবি ঠাকুরের নারীচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের নারীচিন্তা নিয়ে আজকাল অনেক কথাই লেখা হচ্ছে এই গ্রুপটিতে। ব্যাপারাটা শেষ অবধি পশ্চিমবঙ্গের পাঠকবর্গের পাঠপ্রবনতার প্রশ্নো তুললেন লেখক।

রবীন্দ্র নারীচিন্তায় আলোকপাত করার আগে অভিজিত রায়ের মুক্তমনায় প্রকাশিত ২২ সেপ্টেম্বরের চিঠির প্রসঙ্গে দুটি কথা বলি। জনৈক লেখকের হুমায়ুন আজাদের না জানা ও জয় গোস্বামীর ফারহাদ মাজারের নামের বানান ভুল লেখাকে উনি পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ লোকের বাংলাদেশ অজ্ঞতার পরিচায়ক ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে বলি, আমাদের বাংলাদেশ অজ্ঞতার দায় কি শুধু আমাদের পাঠকবর্গের। আমরা বাংলাদেশে আমাদের সাহিত্য প্রচারে যতটা মনোযোগী হয়েছি, আপনারা কি তার কণামাত্র চেষ্টাও করেছেন। তসলিমা কেমন লেখেন তা বড় কথা নয়, তিনি এপারে জনপ্রিয় তাঁর প্রচারের জোরে (আমি অবশ্য লেখক রাজনৈতিক কারণ বলতে কি বুঝিয়েছেন তা অনুধাবনে সমর্থ হইনি)। শামসুর রহমানের বেশ কিছু বই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, ও কলকাতার পাঠকমহলে তা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেমন জনপ্রিয় হয়েছে রেজওয়ানা চৌধুরির রবীন্দ্র সংগীত। আপনাদের লেখকগণ যদি এঁদের মত আমাদের সামনে নিজেদের তুলে ধরতেন তাহলে তাঁরা সাধারণ পাঠকবর্গের কাছে অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করতেন। কলকাতা গুন্টার গ্রাসকে আপন করেছে, আর আপনারা তো আপনার জন।

এপারের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ওপারের সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক আলোচনা থাকে। বইমেলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক আসরে আমরা ওপারের সাহিত্য নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাই। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। বইমেলায় বাংলাদেশে বিশাল প্যাভিলিয়ন দেখে আশান্বিত হয়ে ঢুকেছিলাম। নিরাশ হলাম। ওই যাকে বাংলাদেশী লেখকদের এক্সেলেন্সী বললেন তার দেখা পেলাম না। ভালো মন্দ মাঝারি সব মিলেমিশে একাকার। যদিও বা দু একটা মহৎ বই দেখলাম, আকাশচুম্বী দামের জন্য নাগাল পেলাম না।

আমার মূল বক্তব্যঃ আপনারা দেখা দিন আমরা দেখব। অদৃশ্য থাকলে কি করে দেখতে হয় অন্তত সেটা বলে দিন।

এবার রবি ঠাকুরের নারীচিন্তার প্রসঙ্গে আসি।

প্রথমত কয়েকটি লেখায় দেখছিলাম ইস্কুলের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার মত নাটক নভেল থেকে কোটেশন মারার হিড়িক পড়ে গেছল দুপক্ষে। তাতে আবার একবার ঘরে-বাইরে নিখিলেশকেও মরতে হল (স্মর্তব্য নিখিলেশের মৃত্যু সত্যজিত তাঁর ফিল্মে দেখিয়েছিলেন, উপন্যাসে সে জীবিতই ছিল)। অবশ্য তাঁরা কোটেশন মেরে রবীন্দ্রনাথকে প্রমান করলেন না তাঁর চরিত্রদের করলেন, তা ঠিক স্পষ্ট হল না।

তারপর হুমায়ুন আজাদের ‘নারী’ আর রবীন্দ্রনাথের কতগুলি প্রবন্ধকে ঘিরে বসল বিচার সভা।

ইতিমধ্যে মুক্তমনায় অনেক বিষয় নিয়েই তাঁর বিচার হয়ে গেছে। দু একটা উদাহরণ দিই:

যেমন ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন গোঁড়া বামুন। তাঁর ইস্কুলে তিনি অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের ব্রাহ্মণ ছাত্রদের পদধুলি গ্রহণ বন্ধ করিয়েছিলেন। যেখানে সত্য ঘটনা হল, তিনি তাঁর পিতৃদেশ স্থাপিত আশ্রমের তাঁর পিতৃদেশ প্রবর্তিত এই জঘন্য প্রথা বন্ধ করিয়েছিলেন।

একজন ভীষণ দুঃখিত হয়েছিলেন রবিবাবু ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে নেতাজি বা সুনীতি চাটুজ্যের মত হিন্দিকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। ভারতবাসী মাত্রই জানে হিন্দিই একমাত্র ভাষা যাতে বহুভাষী রাষ্ট্রে একমাত্র সর্বজনবোধ্য ভাষা (সে যে কারণেই হোক)। যাক, আমি একটি পৃথক চিঠিতে রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে আনীত অন্যান্য অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

নারী চিন্তার প্রসঙ্গে লিখছিলাম। এখানে দেখি লেখকের বক্তব্য রবি ঠাকুর নারী শিক্ষার প্রবল বিরোধী ছিলেন। আমি হুমায়ুন আহমেদের গ্রন্থ ও গ্রুপে প্রকাশিত লেখাগুলি আমার মা, অশীতিপর দিদিমা ও অন্যান্য কয়েকজন বৃদ্ধা যাঁরা রবি ঠাকুরের সময়কে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁদের যৌবনকালে, তাঁদের পড়তে দিলাম। তাঁরা হেসে কুল পান না। আমার পরিবার

ও পরিচিত মহলে অনেক মহিলা এককালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন, তাঁদের প্রশ্ন করলাম তাঁরা কি রবীন্দ্রনাথকে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী মনে করতেন। তাঁদের উত্তরের বয়ান এইরকম,

'১। শান্তিনিকেতনে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন (সত্যি তাঁদের ইংরেজি জ্ঞানও বিস্ময়কর। প্রসঙ্গত জানাই আমি নিজে ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম ও আমার দুই জন শিক্ষিকাই ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী।) জানেন কি রবিবাবু তাঁর কন্যার সাথে ইংরাজিতে পত্রালাপ করতেন। ইংরেজি শিক্ষা সে সময় প্রচলিত ছিল না তা বলব না, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল ধনী রমনীদের মধ্যেই। রবিবাবু ও নিবেদিতা তাকে সাধারণ্যে নামান।

২। শান্তিনিকেতনেই প্রথম মহিলাদের যুযুৎসু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় করা হয় আত্মরক্ষায় তাঁদের পারদর্শিনী করে তোলার জন্য। (উল্লেখ্য কলকাতা শহরে আজকাল ইভটিজিং এর দৌরাত্ম্যরোধে রবিবাবুর পদ্ধতি বেশ কাজে আসছে মেয়েদের) । মেয়েদের যে বিশেষ শিক্ষার কথা রবীন্দ্রনাথ *স্ত্রী শিক্ষায়* বলেছেন এটি তার একটি।

৩। নৃত্যগীতের চর্চা যে ভদ্ররমনীরা করতে পারেন তা রবি ঠাকুরের মাথায় আসে সবার আগে। নৃত্যগীতের চর্চায় পুরুষ ও বেশ্যা-বাঈজিদের একচেটিয়া রাজত্বের অবসানে এবং তথায় সাধারণ মেয়েদের নিয়ে আসায় রবি ঠাকুরের ভুমিকা অনস্বীকার্য। তা না হলে হয়তো কনিকা সুচিত্রা বা রেজওয়ানা কে আমরা পেতাম না।

৪। শান্তিনিকেতনে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলাদের সক্রিয় ভুমিকা দেখা যায়। হয়তো অনেকেই জানেন না স্বয়ং কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব পদে শান্তিনিকেতন সংলগ্ন ৪৫ টি গ্রামকে উন্নত করার কর্মসূচি গৃহিত হয়।'

সব প্রমাণ দিতে গেলে এখানে আমায় মহাভারত লিখতে হবে, তাই থামলাম।

আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লঘু প্রবন্ধগুলিতে কি লিখলেন

তদাপেক্ষা জীবনে কি করলেন তার গুরুত্ব বেশি। আজ বাঙালি হিন্দু সমাজে মেয়েরা যে স্থানে অধিষ্ঠিত (আমি বলতে চাই সানিয়া মির্জা হিন্দু হলে কোনো বাঙালি হিন্দু নেতা তাঁর পরিধানের টেনিস পোষাকের উপর ফতোয়া জারি করতেন না) তার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের দায়। আমরা যেমন সীমানার ওপারে আপনাদের দেখতে পাননা। আপনারাও তেমন সীমানার এপারে আমাদের ও রবীন্দ্রনাথের অবস্থান দেখতে পাননা। পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে রক্ষনশীল হিন্দু ধর্মকে তিনি মধ্যযুগের বাইরে নিয়ে এসেছেন। তাঁর আদর্শেই এক হিন্দু নারী আপনার দেশের স্বাধীনতার পথে প্রধান সঙ্গী হয়েছিলেন। একে যদি পূজা বলেন তো বলব তাই সই।

পাশ্চাত্যের কথা যখন উঠল তখন তা নিয়ে দুকথা বলেই শেষ করি। এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিয়ট, প্রমুখ পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সাহিত্যের নান্দনিক রীতিনীতি নিয়ে। সমাজ সংক্রান্ত আদর্শ নিয়ে নয়। হবার কথাও নয় যখন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের সামাজিক আদর্শ তাঁর আদর্শে আধারিত হয়ে, প্রায় ৬০ বছর সাফল্যের সাথে সেদেশকে বিশ্বের প্রথম সারির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

অমর্তবাবু সমাজতত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ। আমার উপরের বক্তব্যের প্রমান প্রয়োজন হলে আর তাঁকে আপনাদের একান্ত অপছন্দ না হলে তাঁর ‘দা আরগুমেনটেটিভ ইন্ডিয়ান’ বইখানি পড়ে দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ বিরোধিতা ও রবীন্দ্র ঘৃণার অযৌক্তিকতা ধরতে পারবেন।

অর্ণব দত্ত
৫ই আশ্বিন, ১৪১২
২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫